

# চা বাগানে শ্রমিক ধর্মঘটের কারণে উদ্ভূত বর্তমান পরিস্থিতিতে করনীয়

(তারিখ: ২৮.০৮.২০২২ খ্রি:)

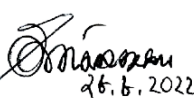
গত ৯-১২ আগস্ট ২০২২ খ্রি: তারিখ পর্যন্ত প্রতিদিন ২ ঘন্টা কর্মবিরতি এবং পরবর্তীতে ১৩-২৭ আগস্ট ২০২২ খ্রি: তারিখ পর্যন্ত একটানা ১৫ দিন পুরোদমে শ্রমিক ধর্মঘটের কারণে চা বাগানগুলিতে চলমান সকল কার্যক্রম স্থবির হয়ে যায়। বিশেষ করে পাতা চয়ন বন্ধ থাকার কারণেই বাগানগুলিকে সবচেয়ে বেশী ক্ষতির সম্মুখীন হতে হয়েছে। একদিকে যেমন ফ্যাক্টরি বন্ধ থাকায় কোন চা উৎপাদন করা সম্ভব হয়নি, অন্যদিকে সময়মত পাতা চয়ন না করতে পারার কারণে পাতার গুণগতমান খারাপ হওয়ার পাশাপাশি বর্তমান মৌসুমে চা গাছের উৎপাদনক্ষমতা হ্রাস পাওয়ারও সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে। চা বাগানগুলিতে জুলাই-সেপ্টেম্বর সময়কালে সাধারণত ৭-৮ দিনের রাউন্ডেই পাতা চয়ন করা হয়ে থাকে। সেক্ষেত্রে চয়নযোগ্য উঁগাগুলি নরম থাকে এবং একটি উঁগা চয়ন করার পর গোড়ায় থেকে যাওয়া সুপ্ত কুড়ি গুলি হতে দ্রুত নতুন কুঁড়ি বেরিয়ে আসে। রাউন্ড দীর্ঘ হলে একদিকে যেমন উঁগাগুলির গুণগতমান খারাপ হয়ে যায়, উঁগার গোড়া শক্ত হয়ে যাওয়ায় সেগুলি প্লাকিং করা কষ্টকর হয়ে পড়ে এবং প্রসেসিং করার সময় ফ্যাক্টরির মেশিনারীজ ক্ষতিগ্রস্ত হয়। অন্যদিকে, প্লাকিং করার পর নতুন কুঁড়ি বেরিয়ে আসতেও বিলম্ব হয়, ফলে উৎপাদন হ্রাস পায়। সবেমাত্র শেষ হওয়া শ্রমিক ধর্মঘটের কারণে বাগানগুলির সেকশনগুলিতে প্লাকিং রাউন্ড আনুমানিক (১৫+১)=১৬ থেকে সর্বোচ্চ (৭+১৫+৭)=২৯ দিন পর্যন্ত হওয়ার সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে। এমতাবস্থায়, ফ্যাক্টরির ক্যাপাসিটি অনুযায়ী যত বেশী সম্ভব পাতা ফিল্ড থেকে চয়ন করে নিয়ে আসতে হবে। রাউন্ড বেশী দীর্ঘ হয়ে থাকলে সেক্ষেত্রে প্লাকারদের ছুরি/কাঁচি ব্যবহারে বাধা না দেয়াই উত্তম হবে। কেননা এক্ষেত্রে ছুরি/কাঁচি ব্যবহারে গাছের উপর কম স্ট্রেস পড়বে, প্লাকারগণ দ্রুততম সময়ে পাতা চয়ন করে নিয়ে আসতে পারবে এবং প্লাকিং টেবিল সমতল রাখা সম্ভব হবে। তবে উল্লেখ্য যে, সেক্ষেত্রে পাতা চয়নের পরপরই সিস্টেমিক কোন একটি ছত্রাকনাশন নির্ধারিত মাত্রায় (যেমন- Companion, Nova, Turbo ইত্যাদি ১৫০ গ্রাম/২০০লি: হারে) স্প্রে করার পরামর্শ দেয়া যাচ্ছে। আর বিশেষ কারণে কোন বাগানের ক্ষেত্রে যদি দেখা যায় প্লাকিং রাউন্ড উল্লেখিত সময়ের চাইতেও বেশী হয়েছে এবং উঁগাগুলি মাত্রাতিরিক্ত বড় হয়ে গেছে, সেক্ষেত্রে এল.ও.এস করে দেয়াই উত্তম হবে। এক্ষেত্রে প্রথমে কাঙ্ক্ষিত উঁগাগুলিকে চয়ন করে নেয়ার পর সর্বশেষ প্লাকিং মার্ক বরাবর স্ক্রিফ করে দিতে হবে। যেহেতু এ সময়ে তাপমাত্রা ও আদ্রতা অনুকূলে আছে তাই স্ক্রিফ করার ১৫-২০ দিনের মধ্যেই সেকশনটিকে আবার রাউন্ডের মধ্যে আনা সম্ভব হতে পারে বলে আশা করা যায়।



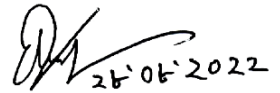
দীর্ঘ প্লাকিং রাউন্ডের কারণে প্লাকিং এর সময়ে স্বভাবতই প্লাকিং টেবিলের উপরে ছেড়ে আসার মত দেড় পাতা (এক পাতা ও এক কুঁড়ি) এর সংখ্যা খুবই কম থাকবে। কিন্তু এর পরও, ছুরি/কাঁচি ব্যবহার করলে সেক্ষেত্রে ঐ অল্প সংখ্যক দেড় পাতা যেন প্লাকারগণ কেঁটে নিয়ে না আসে সে বিষয়ে বিশেষ নির্দেশনা দেয়া যেতে পারে। এভাবে এক রাউন্ড পাতা চয়ন করার পর পরবর্তী রাউন্ড পাতা আসতে একটু বিলম্ব হতে পারে এবং এটাই স্বাভাবিক। কাজেই এই পাতা চয়নের চাপ কম থাকার সময়কালে শ্রমিকদের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত করতে সিকলিং, ইনফিলিং ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ কাজগুলি জোর দিয়ে চালিয়ে নেয়ার জন্য এখনই পূর্ব-পরিকল্পনা করে রাখা যেতে পারে। উদ্ভূত এ পরিস্থিতি আমরা সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় উত্তোরন করতে সমর্থ হবো এই আশাবাদ ব্যক্ত করছি।

  
২৮.০৮.২০২২

(ড. মো: ইসমাইল হোসেন)  
পরিচালক (ভারপ্রাপ্ত)  
বাংলাদেশ চা গবেষণা ইনস্টিটিউট  
শ্রীমঙ্গল, মৌলভীবাজার।

  
২৬.৮.২০২২

(ড. তৌফিক আহম্মদ)  
মুখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা (কৃষিতত্ত্ব)  
বাংলাদেশ চা গবেষণা ইনস্টিটিউট  
শ্রীমঙ্গল, মৌলভীবাজার।

  
২৮.০৮.২০২২

(ড. মোহাম্মদ মাসুদ রানা)  
প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা (কৃষিতত্ত্ব)  
বাংলাদেশ চা গবেষণা ইনস্টিটিউট  
শ্রীমঙ্গল, মৌলভীবাজার।